ভোরের কাগজ

252

তারিখ AUG 26 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

চ.বি তে পাঁচ মাসে পাঁচবার ছাত্র সংঘর্ষ
নিহত ২, পুলিশসহ আহত ৭৭

চ. বি. থেকে শাহাবউদ্দিন নিপু : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত পাঁচ মাসে পাঁচটি ছাত্র সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় দুজন ছাত্র নিহত এবং পুলিশসহ কমপক্ষে ৭৭ জন আহত হয়েছে। এ সময় সঙ্ঘর্ষকারীদের মধ্যে ১৫০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে। পুলিশ দুই দফায় ১২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাঁচটি সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দুটি ঘটে ছাত্র লীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে। তিনটি ঘটে ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ২ গ্রুপের মধ্যে। একটি সঙ্ঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বে ১৬ দিন বন্ধ থাকে। সবশেষ গত ১২ আগস্টের সঙ্ঘর্ষের পর ১৪ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে।

গত ১৭ এপ্রিল ছাত্রলীগের উজ্জ্বল গ্রুপের সুমন ও কলিম গ্রুপের সুমনের মধ্যে কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘর্ষ বাধে। এ সময় সাত-আট রাউন্ড গুলি বিনিময় হয় এবং চারজন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ এ ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

গত ১৫ মে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে প্রায় চার ঘন্টা স্থায়ী রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্র আহত হয়। সঙ্ঘর্ষ চলাকালে উভয় দল অর্ধ শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। ঐদিন রাতে ফরেস্ট্রি হোস্টেলের নিকটস্থ পাহাড় থেকে একজন শিবির নেতার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার জের ধরে একজন ছাত্রলীগ নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে ২৪ মে হাসপাতালে মারা যায়। এ ঘটনার পর ১৬ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

এরপর গত ১১ জুন সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে একজন শিবির ও একজন ছাত্রলীগ কর্মীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় দলের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও, ২০-২৫ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। এ সময় কমপক্ষে ২০ জন ছাত্র আহত হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গত ১০ আগস্ট রাতে আমানত হলের ডাইনিং রুমে হাফ প্যান্ট পরে ভাত খেতে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের কলিম ও শফিক গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরদিন ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় এ ঘটনার জের ধরে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও সাত-আট রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। এতে তিনজন ছাত্র আহত হয়।

সর্বশেষ গত ১২ আগস্ট আগের দিনের ঘটনার জের ধরে কলিম ও শফিক গ্রুপের সদস্যরা সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হলে পাঁচজন পুলিশসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। এ সময় উভয় গ্রুপ অর্ধ শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। এ ঘটনায় পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে এবং কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন।